আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সংস্কারের পথনির্দেশনা ২০২৫-২০২৬

পাইলট উদ্যোগ:

প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রজ্ঞাপন জারি

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়েও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ যুগধর্মী প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মো: জেহাদ উদ্দিন
যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১:
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২:
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩:
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর প্রয়োগসহ রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজার ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। এর আওতাধীন চারটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা রয়েছে, যেমন-বাংলাদেশ ব্যাংক, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)। বিপুল পরিমাণ খেলাপী ঋণ, অর্থ পাচার, পুঁজিবাজারের নেতিবাচক পরিস্থিতি, ইন্স্যুরেন্স পেনিট্রেশন কিংবা বিমা নিষ্পত্তির হারে বৈশ্বিক নিম্নতম অবস্থান থেকে উত্তরণ অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যক্রমে নীতিগত, পদ্ধতিগত, প্রক্রিয়াগত, কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। আলোচ্য বুকলেটে উল্লেখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমের প্রস্তাবনা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

ফলাফল:

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ এফআইডি'র অনুবিভাগসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং অনুবিভাগভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ

প্রেক্ষাপট:

এফআইডি'র আওতাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যাংক ও দপ্তর সংস্থাসমূহের কার্যকর মনিটরিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুবিভাগভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম চালু করা এবং প্রতিটি সংস্থার জন্য ফোকাল কর্মকর্তা নিয়োগ।

উদ্দেশ্য:

সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

দপ্তর সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

প্রশাসন অনুবিভাগ, এফআইডি।

মূল দায়িত্ব: সমন্বয় শাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

১.২ শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগে মেধা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু

প্রেক্ষাপট:

ব্যাংকের এমডি, ডিএমডি, জিএম ও শীর্ষ কর্মকর্তা নিয়োগে মেধা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা। প্রাসঙ্গিক ক্রাইটেরিয়া ও কেপিআই নির্ধারণ, উন্মুক্ত আবেদন আহ্বান।

উদ্দেশ্য:

উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল:

ব্যাংকিং খাত উন্নত ও টেকসই হবে।

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংকিং অনুবিভাগ, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

১.৩ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা

প্রেক্ষাপট:

ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের কার্যকর ভূমিকা দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বোর্ডের মাধ্যমে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও পরিচালক নিয়োগ দেওয়া। নিয়োগের প্রাসঙ্গিক ক্রাইটেরিয়া এবং কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের জন্য কেপিআই নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য:

উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল:

ব্যাংকিং খাত উন্নত ও টেকসই হবে।

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংকিং অনুবিভাগ, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

১.৩ এফআইডির মনিটরিং ও সমন্বয় কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

প্রেক্ষাপট:

এফআইডিতে দুই ধরনের সমন্বয় সভা হয়ে থাকে, যথা- অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভা এবং দপ্তর সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সভা (যা ত্রৈমাসিক হওয়ার কথা থাকলেও নিয়মিত হয় না)। সভার সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা প্রণয়ন, কার্যপত্র প্রস্তুত, সভায় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সময়সীমা নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন যথাযথ তদারকি করা আবশ্যক। একইভাবে দপ্তর সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিত ও কার্যকর সমন্বয় সভা অত্যাবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

দপ্তর-সংস্থাসমূহের সমস্যা অবহিত হওয়া এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ, ব্যাংক ও আর্থিক খাত শক্তিশালীকরণ, মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন।

ফলাফল:

ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নত ও টেকসই হবে।

সহযোগিতায়:

প্রশাসন অনুবিভাগ, এফআইডি।

মূল দায়িত্ব: সমন্বয় শাখা, এফআইডি।

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ এফআইডিতে ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড গঠন

প্রেক্ষাপট:

ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমসহ ব্যাংক ও দপ্তর-সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম তদারকির জন্য এফআইডিতে ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড গঠন।

উদ্দেশ্য:

ব্যাংক ও আর্থিক খাতের কার্যকর তদারকি—যা সচিব মহোদয়ের কাস্টডিতে থাকবে।

ফলাফল:

যথাযথ তদারকির মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নত ও টেকসই হবে।

পাইলটিং:

সোনালী ব্যাংক লোকাল অফিস শাখার সাথে এফআইডির ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড।

সহযোগিতায়:

সোনালী ব্যাংক এবং এফআইডি'র বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা, সমন্বয় শাখা, আইটি শাখা, প্রশাসন অনুবিভাগ।

মূল্যায়ন:

এফআইডি ও সোনালী ব্যাংক যৌথভাবে।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংকিং অনুবিভাগ, এফআইডি।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

২.২ প্রযুক্তিনির্ভর স্কোরিং মডেল চালু করা

প্রেক্ষাপট:

ঋণ অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত গাইডলাইন ও প্রযুক্তিনির্ভর স্কোরিং মডেল চালু করা, ঋণ পুনঃতফসিল নীতিমালায় কঠোরতা আনয়ন, খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন, বড় খেলাপিদের তালিকা নিয়মিত জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

উদ্দেশ্য:

ঋণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি থেকে ব্যাংক ও আর্থিক খাত রক্ষা পাবে।

পাইলটিং:

জনতা ব্যাংক লোকাল অফিস শাখা।

সহযোগিতায়:

জনতা ব্যাংক এবং এফআইডি'র বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা, সমন্বয় শাখা, আইটি শাখা, প্রশাসন অনুবিভাগ।

মূল্যায়ন:

এফআইডি ও জনতা ব্যাংক যৌথভাবে।

মূল দায়িত্ব: ব্যাংকিং অনুবিভাগ, এফআইডি।

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ এফআইডিতে দক্ষ জনবল পদায়ন/নিয়োগ

প্রেক্ষাপট:

এফআইডিতে দক্ষ জনবল পদায়ন/নিয়োগ। Relevant subject এবং কর্মঅভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা পদায়ন/নিয়োগ এবং এ ধরনের কর্মকর্তাগণের একটি পুল গঠন করা।

উদ্দেশ্য:

দক্ষ ও পেশাদার জনবল তৈরি।

ফলাফল:

আর্থিক খাতের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।

সহযোগিতায়:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; এফআইডির প্রশিক্ষণ শাখা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ব্যাংকসমূহের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ।

মূল দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩.২ এফআইডির আইন অধিশাখাকে শক্তিশালী করা

প্রেক্ষাপট:

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকল আইন রিভিজিট করে সেগুলো যুগোপযোগী করা এবং আদালতে পেন্ডিং মামলাসমূহ দক্ষতার সাথে দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনয়ন করতে এফআইডি বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে এফআইডির আইন অধিশাখাকে শক্তিশালী করা হবে।

উদ্দেশ্য:

যুগোপযোগী আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন।

ফলাফল:

আর্থিক খাতের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।

সহযোগিতায়:

আইন অনুবিভাগ, এফআইডি।

মূল দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৩ আইটি অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা

প্রেক্ষাপট:

তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এফআইডির সকল কার্যক্রমে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে আইটি অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা।

উদ্দেশ্য:

দক্ষ ও পেশাদার আইটি জনবল তৈরি।

ফলাফল:

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আর্থিক খাতের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে।

সহযোগিতায়:

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ব্যাংকসমূহের আইটি বিভাগসমূহ।

মূল দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা' প্রণয়ন ও প্রজ্ঞাপন জারি প্রেক্ষাপট

প্রেক্ষাপট:

খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য আইনজীবীগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ, তাদের কেপিআইই নির্ধারণ এবং কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য একটি যথাযথ ও সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সরকারী বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মামলাসমূহ দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির মাধ্যমে খেলাপি ঋণ হ্রাসকরণ।

ফলাফল:

খেলাপি ঋণ আদায়।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, এফআইডি।

মূল দায়িত্ব: আইন অধিশাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.২ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ রিভিজিট করে শক্তিশালী ব্যাংক খাত গঠন ও দায়বদ্ধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাত অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছে। এনপিএল, দেউলিয়াত্ব পরিস্থিতি, গ্রাহকদের আমানতের টাকা প্রদানে ব্যর্থতা, অর্থ পাচার, ব্যাংকিং খাতে দুর্বৃত্তদের উত্থান এ খাতের সংকটকে ঘনীভূত করেছে। রেগুলেটর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে তা পর্যালোচনাপূর্বক ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

ব্যাংকিং খাতকে যথাযথভাবে রেগুলেট করার মতো একটি সক্ষম, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক যুগোপযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল:

নাজুক পরিস্থিতি থেকে ব্যাংকিং খাতের উত্তরণ ঘটবে।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.৩ ফাইনান্স কোম্পানি আইন ২০২৩ পর্যালোচনাপূর্বক এর দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে ফাইনান্স কোম্পানিগুলো অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছে। এনপিএল, দেউলিয়াত্ব পরিস্থিতি, গ্রাহকদের আমানতের টাকা প্রদানে ব্যর্থতা, অর্থ পাচার, ব্যাংকিং খাতে দুর্বৃত্তদের উত্থান এ খাতের সংকটকে ঘনীভূত করেছে। রেগুলেটর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে তা পর্যালোচনাপূর্বক ভবিষ্যতের রূপরেখা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

ফাইনান্স কোম্পানিসমূহকে যথাযথভাবে রেগুলেট করার মতো একটি সক্ষম, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক যুগোপযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল:

নাজুক পরিস্থিতি থেকে ফাইনান্স কোম্পানিসমূহের উত্তরণ ঘটবে।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.৪ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ পর্যালোচনপূর্বক তা যুগোপযোগী করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

"মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬" এর মাধ্যমে এমআরএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতকে সুসংহত করা এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। কিন্তু বাস্তবে এখনো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে উচ্চ সুদ গুণতে হয়। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচনে খুব একটা প্রভাব ফেলছে না, বরং ঋণগ্রস্ততা বাড়াচ্ছে—এমন অভিযোগও রয়েছে।

উদ্দেশ্য:

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোকে যথাযথভাবে রেগুলেট করার মতো একটি সক্ষম, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক যুগোপযোগী সংস্থা হিসেবে এমআরএ-কে প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল:

দারিদ্র বিমোচন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি।

মূল দায়িত্ব: এমআরএ শাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.৫ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ পর্যালোচনা পূর্বক তা যুগোপযোগী করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বীমা শিল্পকে তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ২০১০ সালে এ আইনটি প্রণয়ন করে এর আওতায় IDRA প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বীমা পেনিট্রেশন ও বীমা নিষ্পত্তির হার বৈশ্বিক মানদণ্ডে তলানির দিকে।

উদ্দেশ্য:

বীমা খাতের উন্নয়ন ও গ্রাহক সুরক্ষা প্রদান।।

ফলাফল:

বীমা পেনিট্রেশন ও বীমা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

মূল দায়িত্ব: বীমা শাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.৬ পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন রিভিজিট করে সেগুলো যুগোপযোগী করণের সুপারিশ প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

দীর্ঘদিন ধরে সংকটপীড়িত দেশের পুঁজিবাজারের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের পথ বাতলে দিয়ে এক মাসের মধ্যে একটি অ্যাকশন প্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী। সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৫ মে ২০২৫ খ্রি.। পুঁজিবাজারের সংকট সমাধান করে একটি উন্নত ও টেকসই পুঁজিবাজার গড়ার লক্ষ্যে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন রিভিজিট করে সেগুলো যুগোপযোগী করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

উন্নত ও টেকসই পুঁজিবাজার গড়ে তোলা।

ফলাফল:

এলডিসি গ্র্যাজয়েশন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)।

মূল দায়িত্ব: পুঁজিবাজার শাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.৭ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা রিভিজিট করে সেগুলো যুগোপযোগী করণের সুপারিশ প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের গুরুতর একটি সমস্যা হলো মানিলন্ডারিং ও অর্থপাচার। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, অপরাধ চিহ্নিতকরণ, শাস্তির বিধান, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু মানিলন্ডারিং ও অর্থপাচার সংকট বিদ্যমান। সুইস ব্যাংকে গত এক বছরে বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার চেষ্টাও এখন পর্যন্ত ফলপ্রসু হয়নি। সময়ের পরিক্রমায় এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা রিভিজিট এবং বিএফআইইউ'র সক্ষমতা যাচাই করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা।

ফলাফল:

বিএফআইইউ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে এবং পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার কাজ ফলপ্রসু হবে।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি; বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিএফআইইউ।

মূল দায়িত্ব: কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.৮ ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা

প্রেক্ষাপট:

সোনালী, রূপালী, জনতা, অগ্রণী, বিডিবিএল ও বেসিক ব্যাংক-কে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হলেও এ ব্যাংকগুলো পরিচালনা সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কোনো প্রণয়ন করা হয়নি। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী এগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এ আইনটি মূলতঃ বেসরকারী ব্যাংকসমূহকে টার্গেট করে প্রণয়ন করা হয়। তাই এ আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ পরিচালনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ যথাযথ হচ্ছে না।

উদ্দেশ্য:

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের সংকট মোকাবেলা করে সেগুলোকে সুদক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

ফলাফল:

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সহযোগিতায়:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা, পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও ৬টি রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্যিক ব্যাংক অধিশাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: খসড়া প্রণয়ন অক্টোবর ২০২৫

৪.৯ খেলাপী ঋণ হ্রাসকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ব্যাংক ও আর্থিক খাত তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। তাই খেলাপী ঋণ হ্রাসকরণ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ০৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সরকারী বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণ হ্রাসকরণ।

ফলাফল:

ব্যাংকসমূহ সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সহযোগিতায়:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা, পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও ৬টি রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: বাণিজ্যিক ব্যাংক অধিশাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.১০ Bangladesh Bank Order, 1972 রিভিজিট করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য সুপারিশ প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

ব্যাংকিং খাতকে নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও ফাইনান্স কোম্পানীসমূহের রেগুলেটর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার জায়গাগুলো চিহ্নিত করা আবশ্যক।

উদ্দেশ্য:

রেগুলেটর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে একটি সক্ষম, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক যুগোপযোগী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

ফলাফল:

নাজুক পরিস্থিতি থেকে ব্যাংকিং খাতের উত্তরণ ঘটবে।

সহযোগিতায়:

পলিসি সাপোর্ট শাখা, আইন অধিশাখা, এফআইডি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫

৪.১১ কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে যুবদের আত্মকর্মসংস্থান নীতিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

সরকারি/বেসরকারি অন্যান্য বিশেষায়িত উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার দেশের বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সনের ৭ নং আইন বলে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী দেশের বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবুও বাংলাদেশে যুবসমাজের একটি বড় অংশ এখনো কর্মসংস্থানের বাইরে রয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের বিভিন্ন ঋণ নীতিমালা থাকলেও যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য আলাদা কোনো নীতিমালা নেই।

উদ্দেশ্য:

বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুবশক্তিকে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সম্পৃক্ত করা।

ফলাফল:

বেকার সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান

সহযোগিতায়:

কর্মসংস্থান ব্যাংক।

মূল দায়িত্ব: বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা, এফআইডি

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

পাইলট উদ্যোগ:
প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রজ্ঞাপন জারি

সেপ্টেম্বর ২০২৫ - জুন ২০২৬

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification):

- NonPerforming Loan (NPL) বা খেলাপি ঋণ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় সংকট। ২০২৪ সালের জুনে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা, যা এ বছরের জুনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ১৯ হাজার ৩৭ কোটি টাকা।
- খেলাপি ঋণ থাকা মানে, ব্যাংক ওই বিনিয়োগ থেকে কোন লভ্যাংশ পায় না, ব্যাংকের মুনাফা কমে যায়।
- ব্যাংকে টাকার পরিমাণ কমে গেলে তারল্য সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যাংকের নতুন করে ঋণ দেয়ার ক্ষমতা কমে যায়। এতে নতুন করে বিনিয়োগ কমে যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে। ফলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
- এক কথায় খেলাপি ঋণের প্রভাবে ব্যাংকিং খাত ও রিজার্ভসহ সব ধরনের আর্থিক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ নামে একটি বিশেষ আইন রয়েছে। তবুও ঋণ আদায়ে আশানুরূপ ফল আসছে না। মামলাজটে আটকে আছে বিপুল পরিমাণ ঋণ আদায় কার্যক্রম। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে খেলাপি ঋণ হ্রাস করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্যানেল আইনজীবীগণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result):

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ আবশ্যক। ২০২০ সালে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা জারি করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও -কাঙ্খিত ফল আসছে না। আইনজীবীদের পারফরমেন্স মূল্যায়নের জন্য নীতিমালায় KPI-এর কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ পর্যালোচনার দাবি রাখে। সর্বোপরি আইনজীবীগণকে কার্যকররূপে কাজে লাগিয়ে কীভাবে খেলাপি ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করা যায় তা নতুন করে ভাবার সুযোগ রয়েছে, অর্থাৎ বিদ্যমান নীতিমালার সংস্কার প্রয়োজন।
- ফলাফল: মামলাজটে আটকে থাকা বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ আদায়।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রজ্ঞাপন জারি

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

আইন অধিশাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জনতা ব্যাংক পিএলসি, লোকাল অফিস শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

জনতা ব্যাংক পিএলসি, লোকাল অফিস শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

যৌক্তিকতা: এ শাখায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

শুরু: সেপ্টেম্বর ২০২৫। সমাপ্ত: জুন ২০২৬

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ আদায় হবে। ব্যাংকের আর্থিক স্বাস্থ্য সুসংহত হবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

- আইন অধিশাখা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নীতিমালা-২০২০ এর উপর অংশীজন সভা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সভা করে সময়োপযোগী একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জনতা ব্যাংক পিএলসি যৌথ সভা করে নীতিমালার পাইলটিং বাস্তবায়ন করবে।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

প্যানেল আইনজীবী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আইন অধিশাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনতা ব্যাংক পিএলসি'র লোকাল অফিস, ঢাকার আইন শাখার কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

দায়িত্ব: এফআইডির প্রশিক্ষণ শাখা এবং জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ

জনবল: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আইন অধিশাখায় অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূন্যপদসমূহে জনবল পদায়ন

লজিস্টিকস: কম্পিউটার ১টি, ল্যাপটপ ১টি, ফটোকপিয়ার মেশিন ১টি, স্ক্যানার ১টি, অফিস কক্ষ ১টি।

স্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	কে বাস্তবায়ন করবে	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/মন্তব্য
০১	সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন	RIO	৩১.০৯.২০২৫	SSC থেকে প্রাপ্ত RIIAP নোটে উপস্থাপন
০২	কমিটি গঠন	সচিব	০৭.১০.২০২৫	RIO কর্তৃক- • কমিটির সদস্য নির্বাচন • কমিটির কার্যপরিধি তৈরি • সদস্যদের অবহিতকরণ
০৩	কমিটির সভা	সদস্য-সচিব/সভাপতি	১৫.১০.২০২৫	সভার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ, সভার এজেন্ডা ও নোটিশ প্রস্তুত ও জারিকরণ, সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ, আপ্যায়ন, প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যমান পলিসি পর্যালোচনা করা, সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর ও তা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ।
০৪	অংশীজন সভা	সদস্য-সচিব/সভাপতি	৩০.১০.২০২৫	অংশীজনের তালিকা প্রস্তুত করা; সভার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ, সভার এজেন্ডা ও নোটিশ প্রস্তুত ও জারিকরণ, সভার কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ, আপ্যায়ন, প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যমান পলিসি অংশীজনদের নিকট প্রেরণ করা; সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষর ও তা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিতরণ।
০৫	জনমত আহ্বান	RIO	২০.১১.২০২৫	এফআইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য আইটি শাখায় পত্র প্রেরণ; ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ; প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ ও কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকরণ।
০৬	অংশীজন সভার সুপারিশ ও জনমত একত্রীকরণ ও উপস্থাপন	RIO	২৫.১১.২০২৫	সুপারিশসমূহ ও জনমত একত্রিত করা। খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করা। নোট প্রস্তুত। নথিতে উপস্থাপন
০৭	চূড়ান্ত নীতিমালা জারিকরণ	RIO	৩০.১১.২০২৫	সচিব মহোদয় কর্তৃক নীতিমালা অনুমোদন; অনুমোদিত নীতিমালা জারিকরণ

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

- অন্ততঃ তিন বছর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বদলি না করা।
- এ সময়ের মধ্যে পরবর্তী উত্তরসূরি তৈরি করা।
- অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পাইলটিং কর্মকাণ্ড নিয়মিত পরিদর্শন/ ভিজিট।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

Preparing RIOs with necessary Knowledge, Skills & Attitude (KSA)

01 Problem Identification through Root Cause Analysis

02 Codifying Own Org. Reform (Policy, Practice, Process & Structure) Agenda

03 Identifying Policy Options to Resolve the Problems

04 Engaging Stakeholders, Analyzing SWOT, Mapping Risk, Buy-in & Managing Change

05 Undertaking Pilot Project as Action Plans

06 Evaluating Skill & Entrepreneurship Dev. & Employment Generation Strategy under Policy Coherence

“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”

BPATC   আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ